বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশন অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

সিভিল রিভিশন নং ৫১৫০/২০০৫

মোঃ জালাল উদ্দিন মিয়া ও অন্য

-----বিবাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীদ্বয়।

-বনাম-

আলহাজ আবদুল আওয়াল ও অন্যান্য

------ বাদী-আপীলকারী-প্রতিবাদীগণ।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

-------বিবাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীদ্বয় পক্ষে।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

------বাদী-আপীলকারী-প্রতিবাদীগণ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০২.০১.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২২।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিবাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীদ্বয় কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ উপ-ধারা ১ মোতাবেক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৭.১১.২০০৫ তারিখে নিম্নবর্ণিত উপায়ে অত্র রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

> *"Let the records of the case be called for and a Rule issued calling upon the opposite party Nos. 1-75 to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 16.08.2005 passed by the learned Additional District and Sessions Judge, 1st Court, Kushtia passed in Title Appeal No. 101 of 2003 allowing the same and setting aside the order dated 22.06.2003 passed by the learned Senior Assistant Judge, Kushtia Sadar Kushtia passed in T.S. No. 174 of 2003 should not be set aside and/or pass such other or further order or order passed as to this Court may seem fit and proper".*

মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে,

১নং বিবাদী নির্বাহী প্রকৌশলী বি,উ,বো, কুষ্টিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কুষ্টিয়া বরাবর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন হস্তান্তর সম্পর্কীত স্মারক নং- তঃ প্রঃ কুঃ/পওস/প্র-২৯/২০০৩/৮৯৬ তারিখ ২৯.০৫.২০০৩ বেআইনী, যোগাযোগী এবং বাদীর উপর বাধ্যকর নয় মর্মে ঘোষনার ডিক্রী চেয়ে বাদী দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১৭৪/২০০৩ দায়ের করলে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২২.০৬.২০০৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ মুলে অত্র মোকদ্দমার আরজি প্রত্যাখ্যান করেন এবং অস্থায়ী ও অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত সরাসরি না-মঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে বাদীপক্ষ স্বত্ব আপীল নং-১০১/২০০৩ দায়ের করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ১ম আদালত, কুষ্টিয়া শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৬.০৮.২০০৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি মুলে (ডিক্রী স্বাক্ষরের তারিখ ২৩.০৮.২০০৫) উক্ত স্বত্ব আপীলটি মঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও ডিক্রিতে সংক্ষুদ্ধ হয়ে বিবাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীদ্বয় হয়ে অত্র সিভিল রিভিশন মোকদ্দমাটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

বিবাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীদ্বয় পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। বিবাদী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীদ্বয় পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সিনিয়র সহকারী জজ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া কর্তৃক দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১৭৪/২০০৩-এ বিগত ইংরেজী ২২.০৬.২০০৩ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> *“অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য্য আছে। নথী আদেশের জন্য লওয়া হইল। নির্বাহী প্রকৌশলী বি,উ,বো, কুষ্টিয়া কর্তৃক আবাসিক প্রকৌশলী বি,উ,বো, কুষ্টিয়া বরাবর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কুষ্টিয়া বরাবর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন হস্তান্তর মর্মে স্মারক পত্রকে বিরোধীয় করিয়া অত্র মোকদ্দমা আনীত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট স্মারক পত্র বিশ্ব ব্যাংকের সহিত সম্পাদিত অনুচুক্তির শর্তানুযায়ী ২য় প্যাকেজের আওতায় ইস্যুকৃত। বাদীগনের আরজী স্বীকৃত মতেই তাহারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহক। বিশেষ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় তথা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধিনে বাদীগনের গ্রাহকে সেবা ও সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি কোন পৃথক চুক্তি ও আইনানুযায়ী সংরক্ষিত নহে-যেমন সংরক্ষিত নহে সবসময় একই হারে ইউনিট প্রতি বিল প্রদানের বিষয়টি। স্মারকপত্রে বর্ণিত বিষয়টি সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নীতি নিয়ামবলী বিষয়। বিদ্যুৎ আইনের বিধান অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড অনুমতিপত্রের (License)*

অধিকারী। ৪/৫ নং বিবাদী কর্তৃক লাইন হস্তান্তর গ্রহনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ আইন ও পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশে ১৯৭৭ এর বিধান মোতাবেক বাদীগনের গ্রাহক সেবা পরিচালিত হইবে। গ্রাহক সেবা বেআইনীভাবে বিঘ্নিত হওয়ার কোন কার্যক্রম বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ আরজিতে নাই। অধিকন্তু সুনির্দিষ্ট পদাধিকারী বিবাদীপক্ষ কর্তৃক লাইন কর্তনের পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয় তর্কিত স্মারকপত্রে উল্লেখ নাই বা অনানুষ্ঠানিকভাবে উহা কর্তনের কারণও নাই। বৈদেশিক অর্থ সহায়তা পুষ্ঠকার্য্য (অপাঠ্য) ও নিষেধাজ্ঞার কার্যক্রম হেতু বিঘ্নিত হউক ইহা কাম্য নহে। বাছাই মত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে সেবা গ্রহনের কোন অধিকার বাদীপক্ষের নাই। বাদীপক্ষের অত্র মোকদ্দমা আনায়ন ও নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিবার কোন Locusstandi নাই। আরজির বক্তব্য প্রমানীত হওয়ার ক্ষেত্রেও বাদীপক্ষ প্রতিকার পাইবে না। আরজি কোন কারণ প্রকাশ করে না। তর্কিত স্মারকপত্রে বাদীর ক্ষতির কোন কারণ নাই কারণ উহা Adversely বাদীপক্ষকে affect করে না। আরজি প্রত্যাখ্যান যোগ্য ও নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত না-মঞ্জুর যোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মোকদ্দমার আরজি প্রত্যাখ্যান করা হইল। অস্থায়ী ও অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত সরাসরি না-মঞ্জুর করা হইল।”

স্বা/- শেখ আবু তাহের ২২.০৬.২০০৩ সিনিয়র সহকারী জজ কুষ্টিয়া, সদর।	*স্বা/- শেখ আবু তাহের ২২.০৬.২০০৩ সিনিয়র সহকারী জজ কুষ্টিয়া, সদর।*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ১ম আদালত, কুষ্টিয়া কর্তৃক স্বত্ব আপীল নং- ১০১/২০০৩-এ বিগত ইংরেজী ১৬.০৮.২০০৫ তারিখের রায় নিম্মে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“1. *Having being highly displeased and dissatisfied by the above stated impugned order of rejection of plaint passed on 22.06.2003 in the original Title Suit No. 174/2003 of the learned senior Assistant Judge’s court of Kushtia Sadar, Kushtia and passed by Mr. Sheikh Md. Abu Taher the then learned Senior Assistant Judge of the*

above cited learned court all the plaintiff nos. 1-75 of the original Title Suit have jointly and inftedly preferred the instant Title Appeal No. 101/2003 for setting aside the above discussed controversial order of the learned Trial Court.

2. *In accordance with the lengthy and elaborate assertions and expresaions of the 9 (nine) pages typed memorandum of appeal the appellants case in a nut shall is that all the appellants of this appeal being the plaintiffs have collectively and unitedly instituted their original Title Suit No. 174/2003 before the concerned learned Senior Assistant Judge's Court of Kushtia Sadar, Kushtia on 19.06.2003. By filing that suit they have sought for a decree of declaration that the order of the defendant No.1 of that suit passed on 29.05.2003 vide memo No. তঃ প্রঃ কুঃ/প ও স/প্র-২৯/২০০৩/৮৯৬ is illegal, inoperative, collusive and not binding upon the plaintiffs. The plaintiff appellants side have also elaborately asserted and contended all of their averments and expressions in the 13(thirteen) pages typed plaint accordinly.*

3. *In pursuance of the lengthy and elaborate assertions and deliberations of the plaint as many as 150 (one hundred fifty) Rice Mills are situated at Khajanagar Destapara, Kaburhat and Ballavpur within Kushtia Sadar Police Station. All the plaintiffs of this case are the owners of as many as 75 (seventy five) Rice Mills among the aforesaid 150 Rice Mills. The plaintiffs are the consumers under the Power Development Board. They are paying their Electric Bills duly properly and regularly. But yet in connivence with each other the defendant no.1 has issued a letter on 29.05.2003 vide memo no. তঃ প্রঃ কুঃ/প ও স/প্র-২৯/২০০৩/৮৯৬ . By issuing that letter he has ordered the defendants to handover the line of Power Development Board to the Plli Biddut Samity*

(R.E.B.) within the shortest possible time. The plaintiff appellants side have come know the versions of the above stated letter on 14.06.2003. As a result the cause of action of the original suit has been arisen on that very date. And for the same reason by praying the above discussed relief and benefit the plaintiff appellants side have combinedly and unitedly instituted their original T.S. no. 174/2003 on 19.06.2003 under Order no. 01.

4. *After the institution of that suit the concerned learned trial court has fixed on 21.06.2003 for hearing the maintainability ground of that suit. Afterwards on that very date of filing the above mentioned original suit i.e. on 19.06.2003 the plaintiff appellant side have sought for an order of temporary injunction in contest to the defendant nos. 1-5 of that original suit by filling a petition under order 39 rule 1 of the C.P.C. The above stated learned lower court have also fixed for hearing the above discussed injunction petition on 21.06.2003 under order no.2 of that original suit.*

5. *Hence after the above noted learned trial court has also heard the above stated injunction petition as well as the maintainability ground of the original title suit on 21.06.2003 under order no. 03 accordingly. In accordance with that hearing he has passed his order on 22.06.2003 under order no. 4. In view of that order the concerned learned lower court has rejected the aforesaid prayer for injunction of the plaintiff appellants side. Side by side he has also rejected the plaint of the plaintiff appellants' side on 22.06.2003 in pursuance of the above cited order. And having been severely aggrieved and annoyed by the above noted order of rejection of plaint (illegible) plaintiff nos. 1-75 of that original suit have jointly and intedly preferred the instant Title Appeal no. 101/2003 before the concerned learned*

District & Session Judge's Court, Kushtia on 25.06.2003 under order no. 01.

06. *According to the above stated lengthy and elaborate contending and deliberations of the 9(nine) pages typed memorandum of appeal the concerned learned trial court has erred both in facts as well as in laws at the time of rejecting the plaint of that original suit. He has hopelessly and miserably failed to evaluate and to ascertain the entire conflicting matters and affairs of that original suit. The learned lower court has also miserably failed to appreciate and to verify the assertions and expressions of the number of papers and documents of the belligerent parties. As a result having been misguieded and mislead the concerned learned lower court has passed the above discussed controversial order of the rejection of the plaint fully out of misconceptions and misinterpretation. This is why the aforesaid appellants side have ardently and fevently prayed for allowing the instant title appeal on merit as well as on contest.*

7. *It is to be noteable here that, after the institution of this appeal the summons and notices have been served upon the respondents side customarily. But none of them did not file or submit any written statement (W.S) or cross objection in this appeal. The actual reason behind it can not be ascertained.*

8. *Henceforth all the procedural formalities and obligations have been done and performed by the above cited learned District & Session Judge's court in the due course of time conventionally. Consequently this appeal has been matured as the final hearing stage accordingly. At a later time this case has been transferred to this court on 07.02.2004 under order no. 15. Since then it has been remained in pending.*

09. *Therefore in view of the above discussed all the factual matters and affairs the instant appeal has been heard on contest on 09.08.2005 under order no. 36 in pursuance of the previously settled date. The learned lawyers of the embattling parties have separately and independently pleaded and submitted a lot of arguments in favour of their respective parties and in regarding the entire conflicting matters and affairs of this case for a long time. The above mentioned prolonged, elaborate and excellent arguments of the learned counsel as well as the entire record of the original title suit and the instant appeal have been perused, verified and evaluated with utmost thoroughly, properly and sincerely. In accordance with such perusal scrutinization and realization the following 2(two) issues have been formed with a view to dispensing the trial of this appeal.*

I. Whether the learned trial court has passed the above noted impugned order of rejection of plaint on 22.06.2003 duly, properly and correctly or not ?

II. Whether the instant appeal is legally and lawfully considerable and allowable or not i.e. are the appellants side entitled to get the relief and benefit as prayed for ?

DISCUSSIONS, FINDINGS & DECISION.

10. *As such the above framed 2(two) issues of this appeal are keenly and closely connected, related and implicated with each other are taken up together for the sake of convenience, discussions and for avoiding repetitions.*

11. *According to the clear out and unequivocal averments and descriptions elaborately narrated and deliberated in the plaint of the original title suit as well as in the instant lengthy memorandum of appeal it is*

admitted that the embatting parties are not involved or engaged in regarding any land property in this appeal. Admittedly the plaintiff appellants side have challenged the legality, validity and the enforcement of a letter issued by the defendant respondent no.1 to his number of colleagues on 29.05.2003 vide memo no. তঃ প্রঃ কুঃ/প ও স/প্র-২৯/২০০৩/৮৯৬ . It is also admitted that, the plaintiff appellants side have prayed for a decree of declaration in their favour that, the above mentioned letter is illegal, inoperative, collusive, inexecutable and not binding upon them.

12. *In view of the perusal and scrutinization of the entire record it is observed that, the plaintiff appellants side have institutated their original title suit on 19.06.2003 under order no. 01. Besides this they have also submitted a petition under order 39 rule 1 of the C.P.C. by praying temporary injunction to the contrary of the defendant nos. 1-5 of that suit on that very date accordingly. But without enlisting that petition in the aforesaid order no. 01 the concerned learned lower court has enlisted the above cited petition under order no. 02 on that very date on 19.06.2003. But yet the concerned learned trial court did not narrate or explain the reason behind it neither in his above stated order no. 01 or 01. The exast reason behind it treated as doubtful and mysterious.*

13. *In accordance with the verification and evaluation of the entire record it is also appeared that, the learned lower court did not hear the above cited injunction petition on 19.06.2003. In lieu of hearing the same on the aforesaid date he has heard that petition along with the maintainability ground of that original suit expartily on 21.06.2003 under order no. 03 of that original suit. Later on he has passed the above discussed controversiial*

order of disallowing the injunction petition and the rejection of plaint on 22.06.2003 under order no. 04.

***14**. It is signted from the record that, none of the defendants of the original title suit did not pray for hearing the maintainabilityt ground of that suit by filling any petition in that suit. Moreover they also did not file or submit any written objection in contrast to the above mentioned injunction petition of the plaintiff appellants side. Furthermore it is also evident from the record that, the above noted defendant respondents side also did not pray for fixing any date of hearing the maintainability ground of that suit. But yet the concerned learned lower court has fixed on 21.06.2003 for hearing the same in his own motion. As a result the overinterestedness of the learned trial court is hereby proved and established.*

***15.** In persuance of the perusal and acrutinization of the entire record of the original T.S. no. 174/2003 it is observed that, the summons and notices are not served upon any of the defendants of that suit. As a result none of the defendants of that case did not appear before the concerned learned trial court indeed. But yet the above cited learned court has disallowed the injunction petition of the plaintiffs side. Moreover he has also rejected the plaint of that original suit indeed. But under which saction or order or rule of the C.P.C. he has rejected the above mentioned plaint he did not mention or state it in his aforesaid controversial order. The actual reason behind it considered as suspicious and mysterious.*

***16.** It is a matter of fact that, any plaint of any suit can be rejected if it is barred or hit by the doctrine of any of the sub-rule of the rule 11 under order VII of the C.P.C. But in view of this versions can averments of the above noted which sub-rule, why and for which reason the aforesaid original suit is barred, the concerned learned*

lower court did not narrate or disclose it in his impugned order neither clearly no categorically nor specifically.

17. *It is evident from the record that, the plaintiff appellants side have elaborately asserted and contended all of their everments and deliveration in the 13(thirteen) pages typed plaint of their original suit. They have also conspiously and unequivecally described and expressed their cause of action in that plaint accordingly. Admittedly the cause of action of any suit is a bundle of facts of that suit indeed. But yet the concerned learned lower court has stated in the only one line of his controversial order that the plaint did not express any cause of action. In pursuances of the averments and expressions of the original plaint the above stated finding and decision of the learned trial court adjudged as misleading and unrealiatic.*

18. *Henceforth in accordance with the above discussed all the factual effects, events and circumstances the original plaint as well as the entire record of the original T.S. no. 174/2003 have been perused and varified so far as cautiously and carefully. By the side of this the impugned order of rejection of plaint of the learned trial court; the langthy memorandum as well as the entire record of this appeal have also been perused and scrutinized with utmost thereoughly, properly and sincerely. Besides this the prolonged and elaborate arguments of the learned counsels of the belligerant parties have also been realized and evaluated so as consciously and carefully.*

19. *In pursuance of the above mentioned perusal, scrutinization and verification it is found that the* ***summons and notices of the original T.S. No. 174/2003 were not served upon any of***

the defendants of that suit. *As a result no defendant of that suit did not appear before the concerned learned trial court. Admittedly none of the defendants of that suit did not file any written objection in contrast to the above mentioned injunction petition of that suit. Side by side it is also found from the record that,* ***the defendant respondents side did not pray for rejecting the plaint of that suit by filing any petition.*** *Therefore in view of any petition or prayer from any of the defendants of that original suit, if the concerned learned lower court has rejected the plaint or the injunction petition of that suit it would be proper appropriate and befitting for him. But the tragedy is that the concerned learned trial court did not do so.*

20. *Therefore in accordance with the above discussed all the factual effecting and circumstances it is observed to the court that without getting any petition or rejection from the defendant respondents side the concerned learned lower court has disallowed the injunction petition as well as rejected the original plaint in the same order and within 4(four) days from the date of institution of that suit. And for the same reason it is no doubt that without giving any chance and opportunity to defend themselves the learned lower court has passed his controversial order within 96 (ninetysix) hours of the institution of that original suit in contrast to the plaintiff appellants side. Hence it is presumed that the learned lower court has hopelessly failed to apply and to concentrate his judicial mind, mentality and temperament at the time of passing the above mentioned wrongful and expeditious order.*

21. *Henceforth in view of the above stated all the factual matters and affairs, it is observed to the court*

that, by passing the aforesaid whimsical and capricious order the concerned learned trial court has done and committed miscerriage of justice fully out of misconceptions and misinterpretations. This is why the plaintiffs side are legally and lawfully entitled to get proper and appropriate relief and benefit to the contrary of the above cited erroneous and fallacious order of the learned lower court. Consequently the instant title appeal is hereby treated as very much considerable and allowable in pursuance of the entire disputed matter and affairs of the submitting parties. As a result the above framed issue nos. 1 and 2 of this appeal therefore decided in favour of the appellants side accordingly.

C.F. paid in the appeal is found correct and appropriate.

Hence,

It is ordered that.

The instant Title Appeal No. 101/2003 is therefore allowed on contest as well as on merit with the number of appellants and the contesting all the respondents without any order as to cost. The impugned order of rejection of plaint passed by the learned trial court on 22.06.2003 adjudged as very much incorrect, inappropriate and improper in accordance with the entire conflicting matters and affairs of the original T.S. No. 174/2003. This is why the above mentioned controversial order is hereby cancelled and set aside accordingly.

Let a copy of this judgment and order along with the L.C.R. send back to the concerned learned lower court as immediately as possible for his perusal and for taking necessary and sufficient action. "

Sd/- Illegible	*Sd/- Illegible*
16.08.2005	*16.08.2005*
(Md. Fazlur Rahman)	*(Md. Fazlur Rahman)*
Additional District &	*Additional District &*

Session Judge, *Session Judge,*
1st Court, Kushtia. *1st Court, Kushtia."*

T. Arivandandam –versus-T.V. Satyapal মামলায় {AIR 1977 S.C. 2421}- মোকদ্দমায় ভারতের সুপ্রীম কোর্টের রায় অত্র মোকদ্দমার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"KRISHNA IYER, J.: The pathology of litigative addiction ruins the poor of this country and the Bar has a role to cure this deleterious tendency of parties to launch frivolous and vexatious cases.

2. Here is an audacious application by a determined engineer of fake litigations asking for special leave to appeal gainst an order of the High Court on an interlocutory application for injunction. The sharp practice or legal legerdamain of the petitioner, who is the son of the 2nd respondent, stultifies the court process and makes decrees with judicial seals brutum fulmen. The long arm of the law must throttle such litigative caricatures if the confidence and credibility of the community in the judicature is to survive. The contempt power of the Court is meant for such persons as the present petitioner. We desist from taking action because of the sweet reasonableness of counsel Sri Ramasesh.

3. What is the horrendous enterprise of the petitioner? The learned Judge has, with a touch of personal poignancy, judicial sensitivity and anguished anxiety, narrated the sorry story of a long-drawn out series of legal proceedings revealing how the father of the petitioner contested an eviction proceeding, lost it, appealed against it, lost again, moved a revision only to be rebuffed by summary rejection by the High Court. But the Judge, in his clement jurisdiction, gratuitously granted over six months' time to vacate the premises. After having enjoyed the benefit of this indulgence the maladroit party moved for further time to vacate. All these proceedings were being carried on by the 2nd respondent who was the father of the petitioner. Finding that the court's generosity had been exploited to the full, the 2nd respondent and the petitioner, his son, set upon a clever adventure by abuse of the process of the court. The petitioner filed a suit before the Fourth Additional First Munsif, Bangalore, for a declaration that the order of eviction, which had been confirmed right up to the High Court and resisted by the 2nd respondent through- out, was one obtained by 'fraud and collusion'. He sought an injunction against the execution of the eviction order. When this fact was brought to the notice of the High Court, during the hearing of the prayer for further time to vacate, instead of

frowning upon the fraudulent stroke, the learned Judge took pity on the tenant and persuaded the landlord to give more time for vacating the premises on the basis that the suit newly and sinisterly filed would be withdrawn by the petitioner. Gaining time by another five months on this score, the father and son belied the hope of the learned Judge who thought that the litigative skirmishes would come to an end, but hope can be dupe when the customer concerned is a crook.

4. The next chapter in the litigative acrobatics of the petitioner and father soon followed since they were determined to dupe and defy the process of the court to cling on to the shop. The trick they adopted was to institute another suit before another Munsif making a carbon copy as it were of the old plaint and playing upon the likely gullibility of the new Munsif to grant an ex-parte in- junction. The 1st respondent entered appearance and exposed the hoax played upon the court by the petitioner and the 2nd respondent. Thereupon the Munsif vacated the order of injunction he had already granted. An appeal was carried without success. Undaunted by all these defeats the petitioner came to the High Court in revision and managed to get an injunction over again. The 2nd respondent promptly applied for vacating the temporary injunction and when the petition came up for hearing before Mr. Justice Venkataramayya, counsel for the petitioner submitted that he should not hear the case, the pretext put forward being that the petitioner had cutely mentioned the name of the Judge in the affidavit while describing the proceedings. The unhappy (illegible) who had done all he could to help the tenant by persuading the landlord, found himself badly betrayed. He adjourned the case to the next day. The torment he under went is obvious from his own order where he stated, "I spent sleepless night yesterday." Luckily, he stabilised himself the next day and heard arguments without yielding to the bullying tactics of the petitioner and impropriety of his advocate, He went into the merits and dismissed the revision. Of course, these fruitless proceedings in the High Court did not deter the petitioner from daring to move this court for sepecial leave to appeal.

5. We have not the slightest hesitation in condemning the petitioner for the gross abuse of the process of the court repeatedly and unrepentantly resorted to. From the statement of the facts found in the judgment of the High Court, it is perfectly plain that the suit now pending before the First Munsif's Court Bangalore, is a flagrant misuse of the mercies of the law in receiving plaints. The learned Munsif must remember that if on a meaningful not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under O. VII R. 11, C. P. C. taking care to see that the ground mentioned therein is

fulfilled. And, if clear drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under O, X, C.P.C., An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial Courts would insist imperatively on examining the party at the first hearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code is also resourceful enough to meet such men, (Ch. XI) and must be triggered against them. In this case, the learned Judge to his cost realised what George Bernard Shaw remarked on the, assasination of Mahatma Gandhi "It is dangerous to be too good."

6. The trial Court in this case will remind itself of S. 35-A, C. P. C. and take deterrent action if it is satisfied that the litigation was inspired by vexatious motives and altogether groundless. In any view, that suit has no survival value and should be disposed of forthwith after giving an immediate hearing to the parties concerned.

7. We regret the infliction of the ordeal upon the learned Judge of the High Court by a callous party. We more than regret the circumstance that the party concerned has been able to prevail upon one lawyer or the other to present to the court a case which was disingenuous or worse. It may be a valuable contribution to the cause of justice if counsel screen wholly fraudulent and frivolous litigation refusing to be guiled by dubious clients. And remembering that an advocate is an officer of justice he owes it to society not to colloborate in shady actions. The Bar Council of India, we hope will activate this obligation. We are constrained to make these observations and hope that the co-operation of the Bar will be readily forthcoming to the Bench for spending judicial time on worthwhile disputes and avoiding the distraction of sham litigation such as the one we are disposing of. Another moral of this unrighteous chain litigation is the gullible grant of ex-parte orders tempts gamblers in litigation into easy courts. A judge who succumbs to ex-parte pressure unmerited cases helps devalue the judicial process. We must appreciate Shri Ramasesh for his young candour and correct advocacy.

Petition dismissed.”

নাজিম হাবিবুজ্জামান-বনাম-বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য {৭এমএলআর (এইচসি)(২০০২) পাতা-১৩২}- মোকদ্দমার রায় অত্র মোকদ্দমার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“A.B.M. KHAIRUL HAQUE J: This appeal arises out of the order dated 09.04.1997 passed by the Subordinate Judge, First Court, Dhaka, in Money Suit No.9 of 1997 dismissing the suit as not maintainable.

2. One Nazim Habibuz Zaman instituted this suit against the World Bank and seven others including the High Commissioner, Government of India, claiming damages of Tk.4,00,000 crores (four lac crores) occurred due to the construction of Farakka Barrage at Farakka in India, causing sufferings to the plaintiff and the people of Bangladesh. In the plaint, the plaintiff traversed the history of Farakka Barrage since 1961 constructed by the Government of India on the river Ganges which originates from Neal and passes through India and Bangladesh before it flows down to the Bay of Bengal. The World Bank, the defendant No. 1, provided the Government of India with the necessary financial assistance for construction of the said Farakka Barrage. The plaintiff contended further that Bangladesh is totally dependent on the water flows from the Ganges for its various purpose and because of the construction of the Farakka Barrage the normal flow of the river Ganges was obstructed and it affected cultivation, irrigation, navigation, fisheries, forests. health and ecology of Bangladesh. As such, the plaintiff prays for a decree for compensation of Tk.4,00,000 crores (Four lac Crores) for the above mentioned and other damages caused by the action of the World Bank and others.

3. The suit was filed with the maximum Court-fees of Tk.28,750/- and was registered in Court on 09.04.1997, On the date it was taken up for hearing on maintainability of the suit. The learned Subordinate Judge, after hearing the learned Advocate appearing on behalf of the plaintiff, dismissed the suit holding that since there was no cause of action for the suit, the suit was not maintainable.

4. We have gone through the plaint of this suit. It appears that it is a suit for damages and compensation filed on behalf of the plaintiff but how he personally suffered damages and what are those damages is not mentioned any where in the four corners of the fairly long plaint. In a suit for damages, the plaintiff is required to give specific instance of damages suffered by him, in details and the exact loss caused to him for which the defendant is liable to be called upon to answer his demand. Paragraph Nos. 26 and 27 of the plaint are as follows;

> *"26. That the plaintiff resides under Ramna P.S. Dhaka within the jurisdiction of this court and the plaintiff is seriously "affected by the Farakka Barrage which is the product of financial assistance of the World Bank.*

> *27. That the cause of action arises from the fact published by the Daily Inquilab on 3rd March 1997 that India has violated even the agreement of December, 1996 is submitted and listed in the Firisti Form as No.2."*

5. But the averments made in the entire plaint do not show how he is affected by the construction of the Farakka Barrage. As such, we do not find any cause of action for the suit, rather, appears to be an absolutely frivolous suit. Perhaps, Krishna Iyear, J. had in his mind these kinds of suits when in the case of T. Arivandandam Vs. Satyapal, AIR 1977 SC 2421, he held as follows:-

> *"The learned Munsif must remember that if on a meaningful-not formal - reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under O.VII R. II. C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clear drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under O.X.C.P.C. An activist judge is the answer to irresponsible law suits. The trial Courts would insist imperatively on examining the party at the first hearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage."*

6. On a plain reading of the plaint, we have not the slightest hesitation in deprecating this kind of suit and condemn the plaintiff- appellant for the gross abuse of the process of the court for which he is liable to pay compensatory cost but since no notice was served upon the defendants, we refrain from imposing any cost.

7. However, we are of the view that the plaint itself is liable to be rejected in limine.

8. In the result, the appeal is dismissed but without any order as to cost.

9. Send down the records forthwith.

Cases Cited:

**T. Arivandandam Vs. Satyapal, AIR 1977 SC 2421."*

Civil Rules and Ordes এর Chapter-2 এর রুল ৫৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

55. (1) On presentation or receipt of a plaint, the Sheristadar of the Court shall examine it in order to find out whether all the requirements of law have been complied with,. This examination should be particularly directed to ascertaining, among other things-

(i) whether the plaint bears full court-fee stamps in accordance with the valuation put upon it;

(ii) whether it has been properly signed and verified (Or. 6, rr. 14 and 15);

(iii) whether it complies with the requirements of Or. 7, rr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8;

(iv) whether it is accompanied by the necessary copies of plaint and process-fees and draft forms of summons (amended Or. 7, . 9(1-A);

(v) whether the documents attached to the plaint (if any) are accompanied by a list in the prescribed form [Or. 7, r. 9(1), see also r. 9(4)];

(vi) whether it is accompanied by the party's address as required by Or. 6, r. 14-A and contains the necessary particulars (vide rule 21);

(vii) whether in the case of minor plaintiffs and defendants the requirements or Or. 32, rr. 1 and 3 have been complied with and the necessary application supported by an affidavit verifying the fitness of the proposed guardian ad litem of the minor defendant(s) has been filed;

(viii) whether the suit is within the pecuniary and territorial jurisdiction of the Court;

(ix) whether the vakalatnama has been properly accepted and endorsed the Advocate [vide

rule 822, and in particular sub-rule (6) of the rule], and whether in the case of illiterate executants, the provisions of rules 821 and 822 (4) have been complied with,

(2) *The officer examining the plaint is required to certify on the top left had margin of the first page of the plaint the sufficiency or otherwise of the stamp borne and to note the amount of deficiency, if any. A second certificate is to be appended if the when the deficiency is collected.*

(3) *The officer examining the plaint should refer to the presiding Judge if he thinks that it should be returned or rejected for any reason. It will then be for the Judge to deal with the matter.*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আরজী সম্পর্কিত দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১ থেকে ১৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Plaint

1. *The plaint shall contain the following particulars:-*

   (a) *the name of the Court in which the suit is brought;*

   (b) *the name, description and place of residence of the plaintiff;*

   (c) *the name, description and place of residence of the defendant, so far as they can be ascertained;*

   (d) *where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect;*

   (e) *the facts constituting the cause of action and when it arose;*

   (f) *the facts showing that the Court has jurisdiction;*

   (g) *the relief which the plaintiff claims;*

(h) Where the plaintiff has allowed a wet-off or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished; and

(i) a statement of the value of the subject-matter of the suit for the purposes of jurisdiction and of court-fees, so far as the case.

2. Where the plaintiff seeks the recovery of money, the plaint shall state the precise amount claimed:

But where the plaintiff sues for mesne profits, or for an amount which will be found due to him on taking unsettled accounts between him and the defendant, the plaint shall state approximately the amount sued for.

3. Whether the subject-matter of the suit is immoveable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it, and, in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement of survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers, [and where the area is mentioned, such description shall further state of area according to the notation used in the record of settlement or survey, with or without, at the option of the party, the same area in terms of the local measures.]

4. Where the plaintiff sues in a representative character the plaint shall show not only that he has an actual existing interest in the subject-matter, but that he has taken the steps (if any) necessary to enable him to institute a suit concerning it.

5. The plaint shall show that the defendant is or claims to be interested in the subject-matter, and

that he is liable to be called upon to answer the plaintiff's demand.

6. *Whether the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation, the plaint shall show the ground upon which exemption from such law is claimed.*

7. *Every plaint shall state specifically the relief which the plaintiff claims either simply or in the alternative, and it shall not be necessary to ask for general or other relief which may always be given as the Court may think just to the same extent as if it had been asked for. And the same rule shall apply to any relief claimed by the defendant in his written statement.*

8. *Where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claims or causes of action founded upon separate and distinct grounds, they shall be stated as far as may be separately and distinctly.*

9. *[(1) The plaintiff shall endorse on the plaint, or annex thereto, a list of the documents (if any) which he has produced along with it.*

   (1A) The plaintiff shall present with his plaint:-

   (i) as many copies on plain paper of the plaint as there are defendants, unless the Court by reason of the length of the plaint or the number of the defendants, or for any other sufficient reason, permits him to present a like number of concise statements of the nature of the claim made, or of the relief claimed in the suit, in which case be shall present such statements;

   (ii) draft forms of summons and fees for the service thereof.]

(2) Where the plaintiff sues, or the defendant or any of the defendants is sued, in a representative capacity, such statements shall show in what capacity the plaintiff or defendant sues or is sued.

(3) The plaintiff may, be leave of the Court, amend such statements so as to make them correspond with the plaint.

(4) The chief ministerial officer of the Court shall sign such list and copies or statements if, on examination, he finds them to be correct.

10. (1) The plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the Court in which the suit should have been instituted.

(2) On returning a plaint the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it.

11. The plaint shall be rejected in the following cases:-

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. [:]

[Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not exceed twenty-one days].

[(e) Where any of the provisions of rule 9 (1A) is not complied with and the plaintiff on being required by the Court to comply therewith within a time to be fixed by the Court, fails to do so.]

12. Where a plaint is rejected the Judge shall record an order to that effect with the reasons for such order.

13. The rejection of the plaint on any of the grounds hereinbefore mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action.

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Manual of Practical Instructions for the Conduct of Civil Cases, with particular reference to the rules contained in the code of civil procedure and the high court's rules and orders (civil), for the guidance of The Subordinate Civil Courts, Issued by the High Court of judicature at fort william in Bengal (Appellate Side) বইয়ের Examination of plaint and issue of processes নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Manual of Practical Instructions for the Conduct of Civil Suits

I

EXAMINATION OF PLAINT AND ISSUE OF PROCESSES

Examination of plaint

1. (1) As soon as the plaint is filed, it should be examined with special reference to ascertaining whether:-

(i) the requirements of Or. 7, r. 9 (1A) have been followed,

(ii) the subject-matter of the suit has been properly valued, and

(iii) the plaint has been properly stamped.

(2) If the plaint is defective in any of these respects, the orders of the Court must be taken and the plaintiff should be required to remedy the defects within a period not ordinarily exceeding seven days. Undue latitude should not be allowed to plaintiffs in allowing extensions of time and presiding officers should not hesitate in suitable cases to reject plaints under Or. 7, r 11(C) and (e) of the Civil Procedure Code in case of non-compliance with their orders.

***Note.**- As to examination of the plaint, See also rule 59, Chapter 2, Part I, High Court's Rules and Orders, Civil Vol. I.*

As to the exercise of the power under section 149, P. C. Code to make up deficiency of court-fees see paragraph 37(1) post.

Issue of Process

***2.** If, after examination of the plaint, it has been found to comply with the requirements of the law and to be properly stamped, the processes filed should issue at once.*

Rejection of Plaint.

***3.** On the date fixed under paragraph one the record must again be placed before the court [see, para. 21(3)], in order that the plaint may be rejected under Or. 7, r. 11(c) or (e), Civil Procedure Code, if there has not been compliance with the last order or for consideration of any cause that the plaintiff may have to show for the omission.*

Valuation.

4. *(1) Presiding officers should remember that they are responsible for the performance of important fiscal duties under the provisions of the Court-fees Act and the Stamped Act and they are expected to make themselves thoroughly acquainted with the provisions of those statutes. It is a matter of common knowledge that, especially in suits relating to land, deliberate attempts are frequently made to undervalue the subject-matter of the suits with the connivance of all the parties concerned, in order to reduce the costs of litigation and to evade the payment of Government revenue. It is the duty of all presiding officers to check this practice.*

(2) In order to deal effectively with this matter, presiding officers should instruct their sheristadars that, in examining plaints regarding land, they should not merely see whether the court-fees paid correspond with the value mentioned in the plaint, bout should endeavour to ascertain whether there are prima facie grounds for thinking that the subject-matter of the suit has been incorrectly valued. With this object in view, sheristadars should be instructed to record a brief note on the back of the plaint summarizing such information as may be available therein as to the description, class and area of the land claimed and draw the attention of the presiding officer to any obvious undervaluation.

(3) The presiding officer should, if he is opinion that additional court-fees should be paid, call upon the plaintiff to pay such fees or to supply any additional information that may be required, and, if necessary, should initiate ***Suo Motu*** *the requisite proceedings under the Court-fees Act.*

Note.- See also rule 29, Ch, 1, Part I, High Court's Rules and Orders, Civil Volume I.

(4) Careful attention should also be paid to this matter when suits relating to land come before the court on appeal and at this stage, it may sometimes be found necessary to remand the case to the lower court for a finding with reference to the court valuation of the subject-matter of a suit.

(5) In suitable cases it may also be found desirable in suits in which commissions for local investigations are issued to ask the commissioners to make an enquiry with regard to the valuation of the land and to report on this matter in addition to other points on which a report has been directed.

স্বীকৃত মতেই বাদীগণ সকলে **Rice Mill** এর মালিক এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন গ্রাহক। তর্কিত স্মারক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব নীতি সম্পর্কিত। তর্কিত স্মারকে বাদীগনের লাইন কর্তন কিংবা কোনরূপ স্বার্থ হানিকর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হয় নাই। ফলে বাদীগনের অত্র আকারে ও প্রকারে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করার কোন আইনগত অধিকার অর্জিত হয় নাই।

Civil Rules and Orders এর নিয়ম ৫৫ মোতাবেক আরজি দাখিল অথবা প্রাপ্তির পর আদালতের সেরেস্তাদারের অতি অবশ্য কর্তব্য হলো নিয়ম ৫৫(১) এর **I** থেকে **IX** পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে অতি অবশ্য পর্যালোচনা করা। পর্যালোচনা অন্তে যদি সেরেস্তাদার মনে করেন যে, আরজিটি ফেরত অথবা প্রত্যাখান করা যুক্তিযুক্ত তাহলে কি কারণে আরজিটি ফেরত অথবা প্রত্যাখান করা প্রয়োজন তা বিষদভাবে বর্ণনা করে তিনি তা সংশ্লিষ্ট বিচারকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

কিন্তু বর্তমানে **Civil Rules and Orders** এর নিয়ম ৫৫ সেরেস্তাদারগণ প্রতিপালন করছেন না। ফলে অহেতুক, কারণ বিহীন এবং আইনগত অধিকারবিহীন মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়ছে।

Manual of Practical Instructions for the Conduct of Civil Cases মোতাবেক আদালত তার সম্মুখে আরজি উপস্থাপনের দিন তিনি আরজি পাঠ করে যদি দেখেন আরজিটি দেওয়ানী কার্যবিধির **Order 7 Rule 1** থেকে **9** এর যেকোন একটি প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে আদালত **Order 7 Rule 11** মোতাবেক উক্ত আরজিটি ফেরত কিংবা প্রত্যাখান করতে বিন্দুমাত্র দেরি করবেন না।

এতদ্স্বত্ত্বেও, আদালতের সম্মুখে আরজি উপস্থাপনের সাথে সাথে আদালত উক্ত আরজি পাঠে যদি মোকদ্দমা দাখিলের কোন কারণ না পান সেক্ষেত্রেও আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির **Order 7 Rule 11(a)** মোতাবেক উক্ত আরজিটি বিন্দুমাত্র দেরি না করে প্রত্যাখান করবেন। এছাড়াও আদালতের সম্মুখে আরজি উপস্থাপনের সাথে সাথে যদি আদালত উক্ত আরজি পাঠে দেখেন যে, আরজিটি কোন আইন দ্বারা বারিত, তাহলেও আদালত বিন্দুমাত্র দেরি না করে উক্ত আরজিটি দেওয়ানী কার্যবিধির **Order 7 Rule 11(d)** মোতাবেক সরাসরি প্রত্যাখান করবেন।

এটি স্বীকৃত যে, আমাদের বিচার বিভাগ ভয়াবহ মামলা জটে ন্যুজ প্রায়। প্রতিদিনই এ মামলা জট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর থেকে উত্তোরনের উপায় খুঁজতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কার্যত দিশেহারা। একজন সৎ, দক্ষ, কর্মঠ, দেশ প্রেমিক এবং সক্রিয় বিচারক আইনগত অধিকারবিহীন অযৌক্তিক, মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মোকদ্দমা শুরুতেই ছুড়ে ফেলে দিতে সক্ষম।

অত্র মোকদ্দমায় আইনগত অধিকারবিহীন তথা আইন দ্বারা বারিত অত্র মোকদ্দমাটি মূলত শুরুতেই ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত তথা শেখ আবু তাহের, বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া দেওয়ানী কার্যবিধির **Order 7 Rule 11(a)** এবং **(d)** অনুযায়ী যেমনি ভাবে তার উপর প্রদত্ত আইনগত দায়-দায়িত্ব সঠিক ভাবে প্রতিপালন করেছেন তেমনি ভাবে মামলা জট কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অপরদিকে, বিজ্ঞ আপীল আদালত

তথা মোঃ ফজলুর রহমান, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ১ম আদালত, কুষ্টিয়া আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে আপীলটি মঞ্জুর করেন।

একজন দক্ষ বিচারক তৈরী করতে হলে প্রথমেই তাকে দীর্ঘমেয়াদী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করতে হবে এবং উপরোক্ত ভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরীর পরেই একজন বিচারককে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। তবেই অযৌক্তিক, বেআইনী ও হয়রানীমূলক মোকদ্দমা থেকে বিচার বিভাগ যেমনটি মুক্ত হবে তেমনি মামলা জটও কমে যাবে। এ ব্যপারে পরামর্শ হলোঃ

<u>পরামর্শ</u>

১। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, বিজ্ঞ আইনজীবী, সরকারী আইন কর্মকর্তা এবং বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য “ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি, ভারত” এর আদলে সুবিধাজনক নিরিবিলি পরিবেশে এক হাজার হেক্টর জায়গার উপর “বাংলাদেশ জুডিসিয়াল একাডেমি” প্রতিষ্ঠা করা।

২। বিচারকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ০৬ (ছয়) মাসে উন্নীত করা এবং উক্ত প্রশিক্ষণকালে তাঁদের মনোজাগতিক বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় আবশ্যিকভাবে একজন মনোবিজ্ঞানীকে ভাইবা বোর্ডে সদস্য রাখা।

৪। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পরই নবনিযুক্ত বিচারকগণের বিচারিক দায়িত্ব প্রদান করা।

৫। সকল পর্যায়ের বিচারকগণকে প্রতি বছর অন্তত ০২ (দুই) বার ১৫ (পনের) দিন ব্যাপি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। বিচারকগণের দেশের বাইরে উন্নত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। সেক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জুডিসিয়াল ট্রেনিং সেন্টার/ইন্সটিটিউট/একাডেমির সাথে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করা।

৭। দেওয়ানী কার্যবিধি, **Civil Rules and Orders** এবং **Manual of Practical Instructions for the Conduct of the Civil Cases** এর ব্যাপক সংশোধন যুগোপযোগীকরণ এবং উন্নতকরণ।

৮। যুক্তরাজ্যের আদলে মিথ্যা, হয়রানিমূলক, অযৌক্তিক ও হেতুবিহীন দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে যথেষ্ট পরিমান ক্ষতিপূরণ/খরচ প্রদান সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন করা।

৯। দেওয়ানী বিচার কার্যক্রমের সাথে জড়িত সেরেস্তাদার পদটিকে নন-গেজেটেড প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা। উক্ত পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচার বিভাগীয় সহায়ক কর্মচারীদের পদ-পদবির পরিবর্তন করা।

১০। এফিডেভিট এর মাধ্যমে সিভিল মামলায় (ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর মত) জবানবন্দী গ্রহনের বিধান করা।

১১। দেওয়ানী মামলার আপোষ নিষ্পত্তি এবং জারী মামলার ক্ষেত্রে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে আরো সম্পৃক্ত করা এবং তার এখতিয়ার, ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তৎমতে আইন ও বিধি সংশোধন করা।

১২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ এবং বিচারকের নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি করা।

১৩। **Online Filing** এবং **Online Cause list** এর মাধ্যমে মামলা ব্যবস্থাপনা করা।

১৪। একজন আইনজীবী তথা এ্যাডভোকেট আদালতের অফিসার। দেশ ও সমাজের প্রতি এ্যাডভোকেটগণের কর্তব্য এবং দায়বদ্ধতা অপরিসীম। কোন অবস্থাতেই মিথ্যা, আইনগত অধিকারবিহীন, অযৌক্তিক ও অন্যকে হয়রানীমূলক মোকদ্দমা দায়েরে সহযোগীতা না করা। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আইনজীবীদের দেশ ও সমাজের প্রতি উপরোল্লিখিত কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করতঃ তাদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করলে মামলা জট অনেকাংশে কমে

যেতে বাধ্য। আশাকরি বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৫। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতিসহ বাংলাদেশের সকল আইনজীবী সমিতিসমূহ এ ব্যাপারে সভা ও সেমিনার আয়োজন করে বেআইনী ও আইনগত অধিকারবিহীন অহেতুক মিথ্যা হয়রানীমূলক মোকদ্দমা পরিহার করতে স্ব-স্ব সমিতির আইনজীবীদের সচেতন করলে দেশ ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমনটি পলিত হবে তেমনি প্রয়োজনীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিচারিক সময় ব্যয় করা যাবে এবং মামলা জট হ্রাস পাবে।

উপরিল্লিখিত পরামর্শসমূহ দ্রুত কার্যকর করলে আমরা আমাদের বিচার ব্যবস্থার এই ভয়াবহ মামলা জট থেকে অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পারবো। আশাকরি আইন মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনগনের বিচার পাওয়ার পথ সুগম করবেন।

<u>নির্দেশনা</u>

১। অধঃস্তন সকল আদালতের সেরেস্তাদারগণ Civil Rule and Order এর নিয়ম ৫৫ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। সেরেস্তাদারগণ তা সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা সেটি সংশ্লিষ্ট সকল সেরেস্তাদারগণের নিয়ন্ত্রনকারী বিচারক দেখভাল করবেন।

২। Manual of Practical Instructions for the Conduct of the Civil Cases এবং অত্র রায়ের গর্ভে বর্নিত পদ্ধতিতে সকল দেওয়ানী আদালতের বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চুড়ান্ত করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ১ম আদালত, কুষ্টিয়া কর্তৃক স্বত্ব আপীল নং- ১০১/২০০৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৬.০৮.২০০৫ তারিখের রায় ও ডিক্রী (ডিক্রী স্বাক্ষরের তারিখ ২৩.০৮.২০০৫) এতদ্বারা বাতিল করা। বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া কর্তৃক দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১৭৪/২০০৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২২.০৬.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতিসহ বাংলাদেশের সকল আইনজীবী সমিতিতে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জোনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI)-তে পাঠানোর জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপি সহ নথি (LCR) সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।